দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 12 JUL 2013
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৩

লাইব্রেরীয়ানরা একই পদে ২৫ বছর কাটিয়ে দিলেও মেলে না পদোন্নতি

□ শেখ জামাল

একই পদে ২৫ বছর কাটিয়ে দিলেও মেলে না পদোন্নতি লাইব্রেরীয়ানদের। যে পদে নিয়োগ সেপদ থেকেই অবসরে যাচ্ছেন তারা। ফলে লাইব্রেরী সায়েন্সে সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারীরা এ পদে চাকরিতে এসে চরমভাবে হতাশায় জীবন-যাপন করছে। ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত মনে করে এ বিষয়ে পড়াশোনায়ও আগ্রহ হারিয়ে ফেলছেন মেধাবীরা।

বৈষম্য দূরীকরণে লাইব্রেরীয়ানদের ক্যাডার সার্ভিসে অন্তর্ভুক্তি, ব্লক খুলে দিয়ে পদোন্নতির ব্যবস্থা ও ইউনিফর্ম নিয়োগ বিধি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তার কথা জানালেন ভুক্তভোগীরা। এদিকে পদোন্নতির মতো সাধারণ সুযোগটিও না পাওয়ায় সরকারি লাইব্রেরী ও তথ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা পদে পৃঃ ১৫ কঃ ৬

লাইব্রেরীয়ানরা একই পদে

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

মেধার সংকট সৃষ্টির আশংকা দেখা দিয়েছে। লাইব্রেরী সায়েন্সে পড়াশোনার পাঠ চুকিয়ে কোনো ধরনের সুযোগ-সুবিধাবিহীন এ পদটিতে আসতে চাইছেন না মেধাবীরা।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, সরকারি দফতর, প্রশাসন ও মন্ত্রণালয়ে ২১১টি গ্রন্থাগারিক বা লাইব্রেরীয়ান পদ রয়েছে। এর মধ্যে মন্ত্রণালয়ে রয়েছে ১৫টি পদ। বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে রয়েছে ২০টির মতো পদ। বাকিপদ গুলো রয়েছে বিভিন্ন দফতরে। লাইব্রেরী রক্ষণাবেক্ষণ, তথ্য ব্যবস্থাপনার এ পদটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে তথ্য অধিকার আইন হওয়ার পর এপদটির গুরুত্ব আরো বেড়ে গেছে। গ্রন্থাগারিক বিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীদের দিয়ে 'নন-ক্যাডার' এ পদটি পূরণ করা হয়। 'সহকারী লাইব্রেরীয়ান' হচ্ছে তাদের চাকরিতে প্রবেশকালীন পদবি। ২৫ বছরের চাকরি জীবনে একটি সিলেকশন গ্রেড ছাড়া কোনো আর্থিক সুবিধা কিংবা পদোন্নতি নেই এ পদটিতে। ব্লক পোস্ট হওয়ার কারণে এ পদে চাকরিজীবীদের অবসর নিতে হয় একইপদবি নিয়ে। একজন সিনিয়র লাইব্রেরীয়ান উপ-সচিবের সমান বেতন-ভাতাদি ভোগ করলেও নন-ক্যাডার পদহ্‌ হওয়ায় পদের পরিবর্তন হয় না। পদোন্নতিবিহীন চাকরি শেষে একরাশ গ্লানি নিয়ে অবসরে যেতে হয় লাইব্রেরীয়ানদের। অথচ দক্ষতা, মেধা ও অভিজ্ঞতায় তারা কোনো অংশে কম নন। ভুক্তভোগীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, লাইব্রেরীয়ান পদে চাকরির গ্লানি মোচনে বেশ কয়েকবারই উদ্যোগ নিয়েছেন বিভিন্ন দফতরে কর্মরত লাইব্রেরীয়ানরা। তাদের দীর্ঘদিনের দাবি, লাইব্রেরীয়ানদের ক্যাডার সার্ভিসের অন্তর্ভুক্তির। ক্যাডার সার্ভিসে অন্তর্ভুক্তির জন্য ন্যূনতম ১শ' টি পদ থাকা বাঞ্ছনীয় হলেও লাইব্রেরীয়ান পদ রয়েছে দ্বিগুণেরও বেশি। পদটির গুরুত্ব, সুষম পদোন্নতি, পদায়ন ও মেধাবীদের পেশায় টানার যৌক্তিকতা উল্লেখ করে লাইব্রেরীয়ান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা ক্যাডার সার্ভিস গঠনের জন্য ২০০৬ সালে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় থেকে একটি প্রস্তাব [সং-স ম (বিধি-৫)-২/২০০৬] পাঠানো হয় সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে। ৭ বছর অতিবাহিত হলেও প্রস্তাবটি আলোর মুখ দেখেনি। হতাশাগ্রস্ত লাইব্রেরীয়ানরা পরে ২০০৭ সালের ১০ সেপ্টেম্বর ব্লক পদের পদোন্নতি চেয়ে ক্যাডার বহির্ভূত উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা কোটায় আবেদন করেন। সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে করা আবেদনে উল্লেখ করা হয়, সচিবালয়হ্‌ ক্যাডার বহির্ভূত অন্যান্য সার্ভিসে ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ও প্রশাসনিক কর্মকর্তারা সহকারী সচিবের ফিডার পদের কোটা প্রথার সুবাদে উপ-সচিব ও যুগ্ম-সচিব পর্যন্ত পদোন্নতি পেয়ে থাকেন। এ ছাড়া আইন মন্ত্রণালয়ের ক্যাডার বহির্ভূত কর্মকর্তারা সহকারী সচিব (ড্রাফটিং) পদ থেকে অতিরিক্ত সচিব পর্যন্ত এবং সহকারী অনুবাদ কর্মকর্তা যুগ্ম-সচিব পদ মর্যাদায় প্রধান অনুবাদ কর্মকর্তা হিসেবে পদোন্নতি পাচ্ছেন। অথচ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রথম শ্রেণীর পদ মর্যাদায় কর্মরত লাইব্রেরীয়ানরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়ে, পুরো চাকরি জীবনে একই পদে একই স্কেলে কাজ করছেন। এটি চরম বৈষম্যমূলক ও অসম ব্যবস্থা। পেশোক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ২০০৮ সালের ২৭ মে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবের সভাপতিত্বে স্থায়ী কমিটিতে বিষয়টি উপস্থাপনের জন্য মতামত দেন। এ মতামতের আলোকে সচিবালয়ে ক্যাডার বহির্ভূত উচ্চপদ কর্মকর্তার কোটায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগে কর্মরত লাইব্রেরীয়ানদের পদোন্নতির বিষয়টি স্থায়ী কমিটিতে উপস্থাপনে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়। গত পাঁচ বছরেও এ নির্দেশ কার্যকর হয়নি। বিষয়টি অনিষ্পন্ন অবস্থায় পড়ে আছে অনির্দিষ্টকালের জন্য। সর্বশেষ লাইব্রেরীয়ানদের পদোন্নতি ও পদ সৃজন সংক্রান্ত আবেদনের বিষয়ে আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রশাসন বিষয়ক উপদেষ্টা এইচ.টি.ইমামের শরণাপন্ন হলে গত ১ এপ্রিল তিনি ন্যায্যতা ও সমতার নীতি অনুসরণ করে অন্যান্য সরকারি চাকরির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষাপূর্বক সংশ্লিষ্ট চাকরি বিধিমালা প্রণয়ন, পরিমার্জনে কার্যকরি ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান জন প্রশাসন মন্ত্রণালয়কে। এ পর্যায়ে বিষয়টি আরো কতদিন ফাইলবন্দী হয়ে থাকবে-তা কেউ বলতে পারছেন না।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর আবেদ আহমেদ ইনকিলাবকে বলেন, লাইব্রেরীয়ানদের ক্যাডার সার্ভিসে অন্তর্ভুক্ত করা আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি। কেন যেন এ দাবি পূরণ করছে না সরকার। যখনই দাবি তুলি তখনই সরকার পিছিয়ে যায়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের কাছে কয়েক বার এই বিষয়ে দাবি তুলে ছিলাম। শিক্ষামন্ত্রী এই বিষয়ে আমাদের দাবি পূরণের ওয়াদা করেও রাখেননি। প্রধানমন্ত্রীর কাছে দাবি তুললেও তিনি কোন জবাব দেননি। এ দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আমরা বসে থাকবো না। প্রয়োজনে আন্দোলন করে দাবি পূরণ করার চেষ্টা করবো।

বাংলাদেশ গ্রন্থাগারিক ও তথ্যায়নবিদ সমিতির সভাপতি ড. মির্জা রেজাউল ইসলাম বলেন, পদ সৃষ্টি করে পদোন্নতি দিলে সরকারের আর্থিক কোনো ক্ষতি হবে না। আমরা পদোন্নতি ও পদবি চাই। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন করতে হলে লাইব্রেরীয়ানদের ক্যাডার সার্ভিস গঠন জরুরী।